যায়যায়দিন

তারিখ 30 OCT 2007
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

রংপুরে পূর্ণাঙ্গ ইউনিভার্সিটি অবশেষে আশার আলো

আবেদুল হাফিজ রংপুর

রংপুরে পূর্ণাঙ্গ ইউনিভার্সিটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম নাড়াচাড়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইউনিভার্সিটির জন্য গঠিত সাব-কমিটি জেলা প্রশাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তা দু-একদিনের মধ্যে চিফ অ্যাডভাইজরের কাছে পাঠানো হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়। এ রিপোর্টে শিক্ষা বোর্ডের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ, সদর হসপিটালকে পূর্ণাঙ্গ হসপিটাল ও ইমাম ট্রেইনিংয়ের জন্য আরো তিনটি পৃথক সাব-কমিটিও তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার আগ থেকে রংপুর কারমাইকেল কলেজকে ইউনিভার্সিটির রূপান্তরের দাবি ছিল রংপুরবাসীর। কিন্তু সেই দাবি আর বাস্তবায়ন হয়নি। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গেছে। দেশে ঘটেছে মানচিত্রের পরিবর্তন। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর আবার দাবি ওঠে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার। সেই দাবি দাবিতেই থেকেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পট-পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। প্রত্যেক সরকারই প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে আর বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এসব নিয়ে ক্ষোভ, দুঃখ কম নয় এলাকাবাসীর।

সাবেক ছাত্র নেতারা জানান, এরশাদ আমলে কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররা আবার দাবি তোলে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার। এ দাবি নিয়ে হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল-মিটিং করে তারা। এক সময়ে তা জনদাবিতে পরিণত হয়। এরশাদকে দেখানো হয় কালো পতাকা। এরপরও রংপুরবাসীর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। পরে গণতান্ত্রিক সরকার আসার আগে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইউনিভার্সিটির। আবারো রংপুরবাসীর প্রাণের দাবি মুখ থুবরে পড়ে রয়েছে। এভাবেই পিছিয়ে পড়ে উন্নয়ন থেকে।

এদিকে এ বছর ৮ সেপ্টেম্বর রংপুরে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য তিন সদস্যের একটি টিম রংপুরে আসেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এ টিমের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান প্রদীম কুমার মোহন্ত, উপপ্রধান স্বপন কুমার ঘোষ ও প্রকৌশল অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী এম এ হান্নান। তারা সম্ভাব্যতা যাচাই করে রংপুরে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ইউনিভার্সিটি করার জন্য মতামত দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কারমাইকেল কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল ড. রেজাউল হককে আহ্বায়ক করে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সেই সাব-কমিটির মতামত ৩ অক্টোবর পাঠানোর কথা ছিল।

এ প্রসঙ্গে ড. রেজাউল হক জানান, গত ১২ আগস্ট রংপুরে চিফ অ্যাডভাইজরের এক সুধী সমাবেশে রংপুরের উন্নয়নে বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে প্রধান দাবি ছিল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা। এর সঙ্গে রংপুরে শিক্ষা বোর্ডের বিষয়টিও ছিল। সেই দাবির ভিত্তিতে চিফ অ্যাডভাইজর বিষয়টি দেখার জন্য মন্ত্রণালয়ে নির্দেশ দেন। পরে মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসককে জানায়। তিনি আরো জানান, সাব-কমিটির রিপোর্টে পাবলিক ও বেসরকারি ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও রিপোর্টে রংপুরে শিক্ষা বোর্ডের বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে। সেই রিপোর্ট তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিয়েছেন।

জেলা প্রশাসক খন্দকার আতিয়ার রহমান সাংবাদিকদের জানান, তিনটি সাব-কমিটির রিপোর্ট একসঙ্গে চিফ অ্যাডভাইজরের কাছে পাঠানো হবে কিন্তু অন্য রিপোর্টটি তার কাছে জমা না পড়ায় তা ঢাকায় পাঠাতে দেরি হচ্ছে।